তারিখ ... 14 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

সংবাদ

এক প্রতিষ্ঠানকে দুটি লটের বেশি কাজ নয়

২০১৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই মুদ্রণ নিয়ে ত্রিমুখী সংকটে এনসিটিবি

রাকিব উদ্দিন

২০১৭ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণ কার্যক্রম শুরুর আগেই সংকটে পড়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা এনসিটিবি। এক প্রতিষ্ঠানকে দুটি লটের বেশি কাজ দেয়া যাবে না- সরকারের এমন নির্দেশনা অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান করতে গিয়ে ত্রিমুখী জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে লট কমিয়ে কাজ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনসিটিবি, যা বিশ্বব্যাংকের শর্তের লঙ্ঘন। আবার গত বছর যেসব প্রতিষ্ঠান এক লটের কাজ পেয়েও সময়মতো বই দিতে পারেনি, তারা এবার পাবে দুই লটের কাজ- যা নিয়ে উদ্বিগ্ন সংস্থাটি। অন্যদিকে যেসব প্রতিষ্ঠান গত বছর ১৫/২০ লটের কাজ পেয়ে নির্ধারিত সময়ে বই দিয়েছে তারা পাবে সর্বোচ্চ দুই লটের কাজ। এতে বছর শেষে অর্ধেক বই ছাপানো হবে কী না তা নিয়ে আশংকা করছেন এনসিটিবির কর্মকর্তারা।

এই অবস্থায় বিশ্বব্যাংকের শর্ত লঙ্ঘন করেই ৯৮টি লটের পরিবর্তে ৪৮টি লটে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই এবং স্থানীয় দরপত্রে মাধ্যমিক স্তরের ৩৭টি বই (ওয়েব মেশিনে) ছাপতে ১৩০টির পরিবর্তে ৫৫ থেকে ৬৫টি লটে ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনসিটিবি। আর মাধ্যমিক স্তরের বেশিরভাগ বই ছাপানো হয় শিট মেশিনে (সাধারণ মেশিনে) ৩৭৫টি লটে, যার লট কমানোর কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে মাদ্রাসার ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের বই ছাপার লট কমানোর কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। গত বছর ইবতেদায়ি ও পাঠ্যবই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পাঠ্যবই : মুদ্রণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দাখিলের বই ছাপানো হয় ১৭৫টি লটে।

সাধারণত একটি লটে প্রায় ১০ বা ১২ লাখ বই ছাপানোর কাজ থাকে। কিন্তু লটের সংখ্যা কমিয়ে আনা হলে প্রতি লটে সর্বোচ্চ ২০ লাখ কপি বই হবে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের বই ছাপতে আগামী মাসে দরপত্র আহ্বান করা হবে।

এ বিষয়ে এনসিটিবির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী সংবাদকে বলেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন মানতে বাধ্য। তবে দেশে যেহেতু ওয়েব মেশি রয়েছে মাত্র ৩২টি প্রতিষ্ঠানের সেজন্য লট কমানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে দরপত্রে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতা হবে। পাশাপাশি যেসব প্রতিষ্ঠান দৈনিক খবরের কাগজ ছাপছে তাদেরও বই ছাপানোর কাজে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা চলছে।'

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের বরাত দিয়ে গত বছরের ২৪ আগস্ট এনসিটিবিকে একটি নির্দেশনা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 'দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন' শীর্ষক চিঠিতে বলা হয়েছে, 'একই প্রতিষ্ঠানের একই সাথে দুইটি কাজ বা লট এর বেশি কাজ না দেয়া এবং একই সাথে দু'টি কাজ পেলে যথাসময়ে শুরু করতে পারলে এবং শেষ করবে নিশ্চিত হলে পরে আরো কাজ পাবে এরুপ বিধান সন্নিবেশ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা'।

এ বিষয়ে এনসিটিবি'র একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, 'চলতি শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিক স্তরের প্রায় ১১ কোটি কপি বই ছাপানো হয়েছে ৯৮টি লটে। অনেক প্রতিষ্ঠান একটি লটের কাজ পেয়েও সময়মতো বই দিতে পারেনি। এবার তারা অবশ্যই দুটি লটের কাজ পাবে। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান তিন কোটি বা চার কোটি কপি বই ছাপার কাজ পেয়ে নির্ধারিত সময়ে বই দিয়েছে তারা এক কোটি বইয়ের কাজও পাবে না। এতে বছরের শেষ নাগাত সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ বই ছাপানো সম্ভব হতে পারে।'

২০১৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণ করা হয়েছে ৯৮টি লটে, যার কার্যাদেশ পায় দেশীয় ২২টি প্রতিষ্ঠা। প্রাথমিক স্তরের চার রংঙ্গের পাঠ্যবই ছাপানো হয় 'ওয়েব মেশিনে' (গজ মেশিন) বা অটো বাইন্ডিং মেশিন। দেশে এই ধরণের মেশিন রয়েছে মাত্র ৩২টি। সবকটি প্রতিষ্ঠান দুটি করে কাজ পেলে মোট ৬৪টি লটের বই ছাপানো সম্ভব হবে। সবাই দুটি লটের কাজ পাবে- এটা আগাম জানা গেলে ঠিকাদাররা বইয়ের মূল্যও অনেক বেশি হাঁকাবে প্রিন্টাররা (মুদ্রাকররা)। সব প্রতিষ্ঠান আবার সরকারের বই ছাপাতে খুব একটা আগ্রহও দেখায় না। দুটির বেশি কাজ পাওয়া যাবে না- এমন শর্তের কারণে বিদেশি প্রতিষ্ঠান এ কাজে অংশ নাও নিতে পারে। এ অবস্থায় বছরের শেষ অর্থাৎ ডিসেম্বর নাগাদ আন্ত:জার্তিক দরপত্রে প্রাথমিক স্তরের অর্ধেক বই ছাপানো সম্ভব হবে কীনা তা নিয়ে সন্দিহান এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে সম্প্রতি অবসরে যাওয়া এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল শিক্ষা সচিবের কাছে এ বিষয়ে দেয়া এক চিঠিতে বলেন, 'পিপিআর অনুযায়ী কার্যাদেশের মেয়াদ ৯৮দিন। প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী লট তৈরি হলে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে। কারণ প্রতি বছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। সেক্ষেত্রে লটের পরিমাণ কী/কতো হবে তা নির্ধারণ করা দূরুহ হবে। দরপত্র তৈরির ক্ষেত্রেও জটিলতা সৃষ্টি হবে। একটি প্রতিষ্ঠানকে কয়টি লট দেয়া হবে; একটি শেষ হওয়ার পর আরেকটি দেয়া হবে, এমন হলে এক্ষেত্রে লট বিভাজন বা নির্দিষ্টকরণ প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। একটি লটের কাজ শেষ হওয়ার পর আরেকটি লটের কাজ দেয়া হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থাৎ পহেলা জানুয়ারি কোনভাবেই শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌছে দেয়া সম্ভব হবে না। ফলে সরকারের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুণ্ন হবে এবং সরকারের সাফল্য বিঘ্নিত হবে। এমতাবস্থায় এনসিটিবিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত অনুশাসন এর আওতামুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করা হলো।'